দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 4/8/82 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

২৫৭

070

প্রাইমারী শিক্ষার সমস্যা

শিক্ষার জন্যে অনেক কিছুরই দরকার। শিক্ষালয়, শিক্ষক, শিক্ষার্থী বইপত্র এবং অন্যান্য উপকরণ ও সরঞ্জামাদি ছাড়া শিক্ষাদান চলে না। তবে শিক্ষার জন্যে সবচেয়ে বেশী জরুরী ও অপরিহার্য, তা হলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। শিক্ষকই যদি না থাকেন, তাহলে শিক্ষার্থী থাকলেই বা কি হবে, তারা শিক্ষা নেবে কার কাছ থেকে? স্বয়ংক্রিয় শিক্ষা ব্যবস্থা যদি চালু করা যেতো, কিংবা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বইপত্র থেকে শিক্ষা নিতে পারতো, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা ছিল। বইপত্র পড়ে নিজে নিজেই জ্ঞান আহরণ ও শিক্ষা গ্রহণ কিছুটা সম্ভব বটে, কিন্তু শিক্ষকের সাহায্য এবং তার দেয়া পাঠ নেয়া ছাড়া পুরোপুরি শিক্ষা অর্জন করা যায় না। এদিক থেকে দেখতে গেলে শিক্ষার জন্যে শিক্ষক অবশ্যই চাই। অন্যপক্ষে শিক্ষার জন্যে শিক্ষক থাকাটাই যথেষ্ট নয়, শিক্ষা দেবার মতো শিক্ষার্থীও থাকা আবশ্যক। শিক্ষার্থীই যদি না থাকে তাহলে শিক্ষকরা শিক্ষা দেবেন কাকে? শিক্ষালয় যদি সুন্দর এবং আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপকরণে সুসজ্জিত এবং সমৃদ্ধও হয়, তাহলেও শিক্ষার্থী ছাড়া চলতে পারে না। কেননা, গাধা পিটিয়েও হয়তো মানুষ করা যায়। কিন্তু টেবিল-চেয়ারকে তো শিক্ষা দেয়া যায় না। সুতরাং, যেদিক থেকেই দেখা হোক না কেন, শিক্ষার্থী আর শিক্ষক যে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের জন্য অপরিহার্য, এটা স্বীকার করতেই হবে।

ঢাল-তলোয়ার ছাড়াও হয়তো নিধিরাম সর্দার হওয়া যায়, কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ছাড়া শিক্ষালয় চলে না। অথচ আমাদের দেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই দুইয়েরই অভাব। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা এবং অনেক বিদ্যালয়ের সমস্যার দিকে তাকালেও দেখা যাবে যে, সেসব প্রতিষ্ঠানেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নেই। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অভাবটাই অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একক সমস্যা নয়, বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ই বহুবিধ সমস্যায় পীড়িত। উদাহরণ হিসেবে উপযুক্ত স্কুলগৃহ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি ইত্যাদির অভাবের কথা বলা যেতে পারে। বেসরকারী স্কুলের এসব সমস্যা ছাড়াও সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব। এই সঙ্গতির অভাবেই উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করা, স্কুলগৃহ আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সরকারী স্কুলের এবং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও সমস্যাটা যতো না অর্থনৈতিক, তার চেয়েও বেশি অন্যাবিধ। আমাদের দেশে এখনও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালু করা সম্ভব হয়নি, যদিও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে, এবং সরকার এই শিক্ষার খাতে বিপুল ব্যয় করছেন। প্রাথমিক শিক্ষা এখন স্বল্প খরচে সহজলভ্য, এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য হওয়ায়, তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদির এবং সার্বিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। সুতরাং শিক্ষকের অভাবে প্রাইমারী শিক্ষা বিঘ্নিত হবে না, এটাই প্রত্যাশিত।

কিন্তু অন্যান্য অনেক সমস্যার দরুণ তো বটেই, শিক্ষকের অভাবেও প্রাইমারী শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে প্রায়ই সংবাদ পাওয়া যায়, এ নিয়ে অনেক লেখালেখিও হয়, অনেককাল থেকেই হয়ে আসছে। গতকালের দৈনিক বাংলায়ই বেরিয়েছে এ সংক্রান্ত এক তথ্যপূর্ণ খবর। এতে বলা হয়েছে, 'জয়পুরহাট মহকুমার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, মেরামত ও সরকারী মঞ্জুরীর অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।....এই মহকুমার পাঁচটি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২শ ৫৪টির মত। এসব বিদ্যালয়ে সর্বমোট ১ হাজার ৫ জন শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষকদের এই সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে অপ্রতুল। কোন কোন বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন।' উপযুক্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকলে শিক্ষাদান যে বিঘ্নিত হবে, তাতে আর বিচিত্র কি, বরং সেটাই স্বাভাবিক। প্রাইমারী শিক্ষাই হোক আর উচ্চ শিক্ষাই হোক, শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষক অবশ্যই চাই। যত উপযুক্ত এবং শিক্ষাদানে দক্ষতাসম্পন্নই হোন না কেন একজন শিক্ষক দিয়ে নিশ্চয়ই একটি বিদ্যালয় চলতে পারে না, সব ক্লাসের সব শিক্ষার্থীকে সব বিষয়ে শিক্ষাদান একজনের পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, প্রাইমারী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই কেন, আর কেনইবা শিক্ষকের এমন অভাব ঘটছে?

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব যে অর্থনৈতিক কারণে নয়, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। আলোচ্য খবরেও বলা হয়েছে, 'মহকুমার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের জন্য প্যানেল তৈরির লক্ষ্যে গত বছর সাতই জুন একটি মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্যানেলভুক্ত মোট ১শ ৩৪ জনের মধ্যে গত ১২ই নবেম্বর ৪৮ জন এবং চলতি বছরের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ২ জনের নামে অনুমোদন আসে কিন্তু অন্যান্যের এখনো অনুমোদন আসেনি। এ থেকেই অনুমেয়, পদ্ধতিগত জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রতাই শিক্ষকের অভাবের মূলে। আলোচ্য খবরে আরও বলা হয়েছে, 'মহকুমার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রধান শিক্ষকসহ সহকারী শিক্ষকের মোট ৫১টি পদ শূন্য রয়েছে।....চলতি বছরের শেষ নাগাদ আরো ৩০ থেকে ৪০টি পদ শূন্য হবে বলে জানা গেছে।' সুতরাং উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা ব্যাহত এবং শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকাও থেকে যাবে। শিক্ষক ছাড়া শিক্ষাদান সম্ভব নয়, বলেই এ অবস্থা চলতে দেওয়া চলে না। তবে বাস্তব অবস্থা এই যে, শুধু জয়পুরহাট মহকুমারই নয়, দেশের অন্যত্রও অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়েই উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, আর না থাকার কারণও অনেকটা একই রকম, অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগে পদ্ধতিগত জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা।

দেশের শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই এই অবস্থার অবসান ঘটানো দরকার, উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে যাতে শিক্ষাদান ব্যাহত না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। কেননা, উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক থাকলে, গাছ তলায় কিংবা খোলা আকাশের নীচেও শিক্ষা দেওয়া যায়। বই-পত্র ও অন্যান্য উপকরণ আর সরঞ্জামাদি না থাকলেও, অন্তত শিক্ষাদান সম্পূর্ণ ব্যাহত হয় না। আমাদের দেশে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই উপযুক্ত গৃহ নেই, আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদিরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৃহ এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ ও সরঞ্জামাদি বিনষ্ট হয়ে গেছে। একবার ধসে পড়লে যে অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাবে এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবেও গৃহ নির্মাণ সহজে সম্ভব হয় না, উপকরণ ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করা যায় না, তা জানা কথা। আলোচ্য খবরেও বলা হয়েছে শিক্ষকের স্বল্পতা ছাড়াও এই মহকুমার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আরো অনেক সমস্যা রয়েছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণী কক্ষের অভাবে গাছতলায়, এমনকি খোলা আকাশের নীচে ক্লাস নিতে হয়।....কোন কোন বিদ্যালয়ের বেড়া নেই, ঝড়ে চালের টিন উড়ে গেছে, অর্থাভাবে সেসব মেরামত করা সম্ভব হচ্ছে না।' শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর স্বার্থেই এসব সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার। তবে সবচেয়ে যা আগে দরকার তা হলো উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

—সমীক্ষক